

KAZI NAZRUL ISLAM BONOGEETI

All kinds of pdf Download

MyMahbub.Com

ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সংগীত কলা-বিদ
আমার গানের ওস্তাদ
জমীরউদ্দিন খান সাহেবের
দস্ত মোবারকে -

তুমি বাদশাহ্ গানের তখতে তখত্ নশীন,
সুর-লায়লীর দীওয়ানা মজনু প্রেম-রসিন ।
কণ্ঠে তোমার স্রোতস্বতীর উছল-গীতি,
বিহগ-কাকলি, গন্ধর্ব্ব-লোকের স্মৃতি ।
সাগরে জোয়ার সম তব তান শান্ত উদার,
হৃদয়ের বেলাভূমে নিশিদিন ধ্বনি গুনি তার ।
খেলায় তোমার সুরগুলি পোষা পাখির মত
মুক্ত-পক্ষ চঞ্চল-গতি লীলা-রত ॥
বীণার বেদনা বেণুর আকৃতি তোমার সুরে,
ব্যথা-হত ভোলে ব্যথা তার, সুখী ব্যথায় ঝুরে ।
সুর-শা'জাদীর প্রেমিক পাগল হে ওণী তুমি,
মোর 'বন-গীতি' নজরানা দিয়া দস্ত চুমি ।

কলিকাতা

১লা আশ্বিন

১৩৩৯

নজরুল ইসলাম

সূচিপত্র

ভালোবাসার ছলে আয়ায়
কে নিবি ফুল কে নিবি ফুল
পেয়ে আমি হারিয়েছি গো
সবি বাঁধো লো বাঁধো লো ঝুলনিয়া
যায় ঢুলে ঢুলে এলোচুলে
যমুনা-সিনানে চলে
নদীর নাম সই অঞ্জনা
আলগা কর গো খোঁপার বাঁধন
পথ-ভোলা কোন্ রাখাল ছেলে
কোকিল, সাধিলি কি বাদ
পান্সে জোছনাতে কে
ঝলমল জরিন্ বেলী
কোন্ বন হতে করেছে চুরি
নিশীৎ হয়ে আসে ভোর
কেমনে কহি প্রিয়
নমঃ নমঃ নমো বাঙলা দেশ মম
প্রিয় যাই যাই বলো না
ভোল লাজ ভোল গ্লানি জননী
রুম্ রুম্ বুঝ্
পদ্মদিঘির ধারে ঐ
দিতে এলে ফুল, হে প্রিয়,
কে এলে মোর চির-চেনা অতিথি
দোলে নিতি নব রূপের ঢেউ-পাথর
এলে কি বঁধু ফুল-ভবনে
হে বিধাতা ! দুঃখ শোক মাঝে তোমারি পরশ রাজে
পাষাণের ভাঙালে ঘুম কে তুমি সোনার ছোঁওয়ায়
বলো না বলো না ওলো সই
মরম-কথা গেল সই মরমে মরে

চল মন আনন্দ ধাম
এস হৃদি-রাস-মন্দিরে এস
আমার সবদি হরেছ হরি
যমুনা-কূলে মধুর মধুর মুগধী সখি বাজিল
কুসুম-সুকুমার শ্যামল তনু
বোমথায় তুই গুঁজিল ভগবান
ধেঁদে যায় দক্ষিণ হাওয়া
মেরো না আমারে আর নয়ন-বাণে
হেলে দুলে নীর-ভরণে ও কে যায়
বনে গোর ফুটেছে হেনা চামেলি যুবী বেগি
ও দুখের বন্ধুরে, ছেড়ে কোথায় গেলি
আমি ডুরি-ছেঁড়া ঘুড়ির মতন
তুমি ফুল আমি সুতো
মন নিয়ে আমি লুকোচুরি-খেলা খেলি খিয়ে
ভালোদাসায় বাঁধব বাসা
মোর মন ছুটে যায় স্বপ্নের যুগে
চিরদিন কাহারো সমান নাহি যায়
দেখে যা ভেরা নদীয়ায়
কালা এত ভাল কি হে কদম গাছের তলা
জবাবকুম-সঙ্কাস ঐ অরুণোদয়
মাধব বংশীধারী বনওয়ারী গোষ্ঠ-চারী
আমার কালো মেয়ের পায়ের তলায়
শ্যামা তুই বেদেনীর মেয়ে
জয় বাণী বিদ্যাদায়িনী
রোদনে তোর বোধন বাজে
তুমি দুখের বেশে এলে বলে
ওহে রাখাল রাজ !
ধান ধরি কিসে হে গুরু
আর লুকবি কোথায় মা কালী
আমি ভাই ফ্যাপা বাউল
ও মা ফিরে এলে কানাই মোদের
পথে পথে কে বাজিয়ে চলে বাঁশি
ও মন চল অকূল পানে

এস খুল্লীধারী বৃন্দাবন-চারী
নৃপুংগ মধুর কনুবানু বোলে
হে গোবিন্দ ও অরবিন্দ
ফিরে আয় ভাই গোষ্ঠে কানাই
সুন্দর বেশে মৃত্যু আমার
রাখ রাখ রাখা পায়
মোরে সেই রূপে দেখা দাও হে হরি
হৃদয়-সরসী দুলালে পরশি
রাখ এ মিনতি ত্রিভুবন-পতি
প্রণামি তোমায় বন-দেবতা

হেতুপরিচয়
জীবনপন্থা
হৃদয়

বাজারনেট.কম

ভালোবাসার ছলে আমায়

তোমার নামে গান গাওয়ালে ।

চাঁদের মতন সুদূর থেকে

সাগরে মোর দোল খাওয়ালে ॥

কাননে মোর ফুল ফুটিয়ে

উড়ে গেলে গানের পাখী,

যুগে যুগে আমায় তুমি

এমনি করে পথ চাওয়ালে ॥

আঁকি তোমার কতই ছবি

তোমায় কতই নামে ডাকি,

পালিয়ে বেড়াও, তাই ত তোমায়

রেখার সুরে ধরে রাখি ।

মানসী মোর । কোথায় কবে

আমার ঘরের বধু হবে,

লোক হ'তে গো লোকান্তরে

সেই আশে তরী বাওয়ালে ॥

কে নিবি ফুল কে নিবি ফুল ।
 টগর যুঁধি বেলা মালতী
 টাপা গোলাব বকুল ।
 নার্পিস ইরাণী গুল ॥

আমার যৌবন-বাগানে
 হাওয়া লেপেছে ফুল জাগানে,
 চ'লে যেতে চ'লে পড়ি,
 খু'লে পড়ে এলো চুল ॥
 মন আবুল, আঁখি তুলু তুলু ॥
 ফুটেছে এত ফুল, ফুল-মালি কই,
 গাঁথিবে মালা ক'বে সেই আশে রই,
 সে মালা দিব কারে ভেবে সারা হই,
 সহিতে পারি না এ ফুল-ঝামেলা
 চামেলা পারুল ॥

পেয়ে আমি হারিয়েছি গো
 আমার বুকের হারামনি ।
 গানের প্রদীপ জ্বলে ডারেই
 বুঁটে ফিরি দিন-রজনী ॥

সে ছিল গো মধ্যমণি
 আমার মনের মণি-মধ্যায়,
 রেখেছিলাম লুকিয়ে তার
 মাণিক যেমন রাখে ফণী ॥

সিদ্ধ জ্যোতিঃ নিয়ে সে মোর
 এসেছিল দক্ষ বুকে,
 অসীম আধার হাত'ড়ে ফিরি
 খুঁজি তারি রূপ লাবণী ॥

হারিয়ে যে যায় হয় কেন সে
 যায় হাণিয়ে চিরতরে,
 মিলন-বেলাত্নে বাজে
 বিরহেরই রোদন-ধ্বনি ॥

সখি বাঁধো লো বাঁধো লো ফুলনিয়া ।
 নামিল মেঘলা মোর বাদরিয়া ॥
 চল কদম তমাল তলে গাহি কাজরিয়া
 চল লো গোরী শ্যামলিয়া ॥

বাদল-পরীয়া নাচে গগন-আঁজিনায়,
 ঝামঝম্ বৃষ্টি-নুপুর পায়
 শোনো ঝামঝম্ বৃষ্টি-নুপুর পায় ।
 এ হিয়া মেঘ হেরিয়া ওঠে মাতিয়া ॥

মেঘ-বেগীতে বেঁধে বিজলী-জরীণ ফিতা
 গাহিব দু'লে দু'লে শাওন-গীতি কবিতা,
 গুনিব বঁধুর বাঁশী বন-হরিণী চকিতা,
 দয়িত-বুকে হব বাদল-রাতে দয়িতা ।
 পর মেঘ-নীল শাড়ি^১ ধানী-রঙের চুনরিয়া,
 কাজলে মাজি^২ লহ আঁখিয়া ॥

যায় চু'লে চু'লে এলোচুলে
 কে বিষাদিনী ।
 তার চোখে চেয়ে মান হয়ে
 যায় গো চাদিনী ॥

তার সোনার অঙ্গ অনাদরে
 হয়েছে কালি,
 হায় ধূলায় লুটায় নবীন ফেঁবন
 ফুলের ডালি,
 কোন্ মদির আঁখির^৩ খেয়েছে তীর
 বন-হরিণী ॥

তার চটুল চরণ নাচত যেন
 মোটিন-কপোতী,
 মরুর বুকে ফুল ফোটাত
 তার দোদুল গতি,
 আজ ধীরে সে যায় যেন শীতের
 মৃদুল তটিনী ॥

যমুনা-দিনানে চলে

তব্বী মরাল-গামিনী ।

লুটায় লুটায় পড়ে

পায়ে বকুল কামিনী ॥

মধু বায়ে অঞ্চল

দোলে অতি চঞ্চল,

কালো কেশে আলো মেখে

খেলিছে মেঘ দামিনী ॥

ভাহারি পরশ চাহি

ভটিনী চলেছে বাহি,

তনুর গীর্থে তারি

আসে দিবা ও যামিনী ॥

নদীর নাম সেই অঞ্জনা

নাচে তীরে খঞ্জনা,

পাখী সে নয় নাচে কালো আঁখি ।

আমি যাব না আর অঞ্জনাতে

জল নিতে সখি লো,

ঐ আঁখি কিছু রাখিবে না বাকী ॥

সেদিন তুলুঙে গেলাম

দুপুর বেলা

কলমী শাক ঢোলা ঢোলা

হ'ল না আর সখি লো শাক তোলা,

আমার মনে পড়িল সখি,

ঢলঢল তার চটুল আঁখি,

ব্যথায় ভরে উঠলো বুকের তলা ।

ঘরে ফেরার পথে দেখি,

নীল শালুক সুঁদি ওকি ফুটে আছে

ঝিলের গহীন জলে ।

আমার অমনি পড়িল মনে

সেই ডাগর আঁখি লো,

ঝিলের জলে চোখের জলে

হলো যথামাখি ॥

আলুগা কর গো খোঁপার বাঁধন
দীল্ ওঁহি মেরা ফঁস্ গয়ি ।
বিনোদ বেগীর জরীণ্ ফিতায়
আঙ্কা এশ্‌ক্ মেরা কস্ গয়ি ॥

তোমার কেশের গন্ধে কখন
লুকায়ে আসিল লোভী আমার মন
বেহশ হো কর্ গির্ পড়ি হাথ্‌মে
বাজু বন্দমে বস্ গয়ি ॥

কানের দুলে প্রাণ রাখিলে বিধিয়া
আঁখ ফেরা দিয়া চোরা কর্ নিদিয়া,
দেহের দেউড়িতে বেড়াতে আসিয়া
আউর নেহি উয়ো ওয়াপস্ গয়ি ॥

পথ-ভোলা কোন্ রাখাল ছেলে ।
সে একলা বাটে শূন্য মাঠে
খেলে বেড়ায় বাঁশী ফেলে ॥

কভু সাঁঝ গগনে উদাস মনে
চাহিয়া হেরে গো কারে,
হেরে তারার উদয়, কভু চেয়ে রয়
সুদূর বন-কিনারে ।
হেরে সাঁঝের পাখী ফিরে গো যখন
নীড়ের পানে পাখা মেলে ॥

তার খেনু ফিরে যায় গ্রামের পানে
আনুমনে সে বসিয়া থাকে,
ঐ সন্ধ্যাতারার দীপ যে জ্বালায়
সে যেন কোথায় দেখেছে তাকে ।
তার নূপুর লুটায় পথের ধলায়
সে ফিরে নাহি চায় কাহারে খোঁজে,
দূর চাঁদের ভেলায় মেঘ-পল্লী যায়
সে যেন তাহার ইশারা বোঝে ।
সে চির-উদাসী পথে ফেরে হায়
সকল সুখে আগুন জ্বলে ॥

কোকিল, সাধিলি কি বাদ ।
নিশি অবসান হ'ল
না মিটিতে সাধ ॥

মিলনের মোহ কেন,
ডাকিয়া ভাঙিলি হেন,
তুই রে সতিনী হেন
চন্দ্রাবলীর ফাঁদ ॥

সারা নিশি অভিযানে
চাহিনি শ্যামের পানে,
জেগে দেখি কুহ-তানে -
নাহি শ্যাম চাঁদ ॥

ননদিনী কুটিল্য' কি
পাঠায়েছে ভোরে পাখী,
সুখের বাসরে ডাকি'
আনিলি বিবাদ ॥

পানুসে' জোছনাতে কে
ঢেউএর তালে তালে
মেঘের ফাঁকে কোটে
উজান বেয়ে চল তুমি কি

চল গো পানুসী বেয়ে ।
বাঁশীতে গজল গেয়ে ॥
বাঁকা শশীর চিকণ হুসি,
তার চোখে চেয়ে ॥

ও-পারে লুকায়ে আঁধার
আকাশে হেলান দিয়ে
ঘুমায়ে দূরে সে কোন্ গ্রাম
ও-পারে ধু ধু বালুচর
ছাড়ি' এ সুখ-বাস

গভীর ঘন বন-ছায়,
আলসে পাহাড় ঘুমায়ে ।
বাসরে পল্লী-বধূর প্রায় ;
খেন নদীর আঁচল লুটায় ।
চলেছ কোথায় গো নেয়ে ॥

নদীর দু'তীরে টানে
চমকি' উঠি' চখী
চকোরী চাঁদে ভুলি'
কেঁদে পাপিয়া শুধায়,
তুমি যাও আপন-বিভোল

বেতস-লজা উত্তরীয়,
ডাকে মুহু মুহু "কিও!"
চাহে তব মুখ পানে,
"পিউ কাঁহা, কাঁহা" পিও ।"
স্বপনে নয়ন ছেয়ে ॥

ঝলমল জরীন্ বেণী

দুলায়ে প্রিয়া কি এলে ।

সজল শাওন-মেঘে

কাজল নয়ন মেলে ॥

কেয়া ফুলের পরিমল

ঝুঁরে মরে তোমার পথে,

হেরি দীঘল তব তনু

তাল পিয়াল তরু পড়ে হেঁলে ॥

পরিবে বলিয়া ষোপায়

ঝুরিছে বকুল চাঁপা,

তোমারে খুঁজিছে আকাশ

চাঁদের প্রদীপ জ্বলে ॥

তোমারি লাবণী প্রিয়া

ঝরিছে শ্যামল মেঘে,

ফুটালে ফুল মরুভূমে

চঞ্চল চরণ ফেলে ॥

কোন বন হ'তে

যেন আননে

চুরি করা ঐ

নীল সাগর বলে,

করেছ চুরি

বৈঁধেছ বাসা

নয়ন কি তাই

ডাগর ও চোখ

হরিণ-আঁখি (গো ঐ) ।

কানন-পাখী (ভীর)

ভয় এত চোখে ।

আমারি নাকি ॥

চিরকালের

(তুমি) দু'ধারী

পুড়িল মদন

সে গেছে তোমার

বিজয়িনী ও

তলোয়ার রেখেছ

তোমারি ঐ

ঐ চোখে তার

উজল নয়নে,

জহর মাখি' ॥

চোখের দায়ে,

ফুল-বাণ' রাখি' ॥

নিশীথ হয়ে আসে ভোর
 বিদায় দেহ প্রিয় মোর ।
 রজনীগন্ধার বনে হের
 গুঞ্জরিছে ভ্রমর ।
 হের ঐ তন্দ্রা-চলুচল
 জড়য়ে হাতে এলো চল,
 বধূ যায় সিনান-ঘাটে
 পথে লুটায় বসন আকুল ।
 খোল খোল বাহুর মালা,
 মোছ মোছ প্রিয়া আঁখি ।
 শোন কুঞ্জ-দ্বারে তব কুহ
 মুহ মুহ ওঠে ডাকি' ॥
 হের লো, শিয়রে তব
 প্রদীপ হয়ে এল স্নান,
 দাঁড়াল রাঙা উষা ঐ
 রঙের সাগরে করি' স্নান ।
 আকাশ-অলিন্দে কাঁদে
 পাণ্ডুর-কপোল শশী,
 শুকতারা নিবু-নিবু ঐ
 মলয়া ওঠে উছসি' ।
 কাঁদে রাতের আঁধার
 মোর বুকে মুখ রাখি' ॥”

কেমনে কহি প্রিয়
 কি ব্যথা প্রাণে বাজে ।
 কহিতে গিয়ে কেন
 ফিরিয়া আসি লাজে ॥

শরমে মরমে ম'রে
 গেল বন-ফুল ঝ'রে
 ভীক মোর ভালবাসা
 শুকাল মনের মাঝে ॥

আগুন জ্বকায়ে বুকে
 জুলিয়া মরি যে দুখে,
 ভুলিয়া রয়েছ সুখে,
 তুমি ত আপন কাজে ॥

আজিকে বারার আগে
 নিলাজ অনুরাগে
 ধরিতে যে সাধ জাগে
 হৃদয়ে হৃদয়-রাজে ॥

নমঃ নমঃ নমো
চির-মনোরম
বুকে নিরবধি
চরণে জলধির

বাঙলা দেশ যম
চির-মধুর ।
বহে শত নদী
বাজে নৃপুর ॥

শিয়রে গিরি-রাজ
আশিস্^{১২}-মেঘবারি
যেন উমার চেয়ে
ওড়ে আকাশ ছেয়ে

হিমালয় গ্রহরী
সদা তার পড়ে^{১৩} ঝরি',
এ আদরিণী মেয়ে,
মেঘ চিকুর ॥

ঐন্দ্রে নাচে বামা
সহসা বরষাতে
শরতে হেসে চলে
গাহিয়া আগমনী-

কাল-বোশেখী ঝড়ে,
কাঁদিতা ভেঙে পড়ে^{১৪},
শেফালিকা^{১৫}-তলে
গীতি বিধুর ॥

হরিত অঞ্চল
ফেরে সে মাঠে মাঠে
শীতের অলস বেলা
ফগুনে পরে

হেমন্তে দুলায়ে
শশির-ভেজা পায়ে,
গভা ঝরার^{১৬} বেলা
সাজ ফুল-বধূর ॥

এই দেশের মাটি
যে রস যে সুধা
এই মায়ের বুকে
ঘুমাব এই বুকে

জল ও ফুলে ফলে,
নাহি ভূমণ্ডলে,
হেসে বেলে সুখে
স্বপ্নাতুর ॥

প্রিয় যাই যাই বলো না,
না না না ।
আর ক'রো না হলনা,
না না না ॥

আজো মুকুলিকা মোর হিয়া মাঝে
না-বলা কত কথা বাজে,
অভিমান লাজে বলা যে হ'ল না ॥

কেন
আঁখি
প্রথম
যত
এত
শরমে বাধিল কে জানে,
তুলিতে নারিনু আঁখি পানে ।
প্রণয়-ভীরা কিশোরী
অনুরাগ তত লাজে মরি,
আশা সাধ চরণে দলো না ॥

ভোল ভাজ ভোল গ্রানি জননী
মুক্ত আলোকে জাগে।
কবে সে ঘুমালি মরণ-ঘুমে মা
অমর জাগিলি না গো ॥

চরণে^১ কঁাদে মা তেমনি জলধি,
বক্ষ আঁকড়ি^২ কঁাদে নদ নদী,
ত্রিশ কোটি সন্তান নিরবধি
কঁাদে আর ডাকে মা গো ॥

শূন্য দেউল বকু আরতি,
কাঁদিছে পূজারী, নহি মা মুরতি^৩,
পূজার কুসুম চন্দন যায়
আঁখি-জলে — ভাসিয়া মা গো ॥

যে ভিত্তিকা যে শিক্ষা লয়ে,
অতীতে^৪ ছিলি মা রাজরাণী হয়ে,
ল'য়ে সে মহিমা পুনঃ নির্ভয়ে
বিশ্ব-বুকে দাঁড়া গো ॥

বিশ্বের এই খল কোলাহলে
তুই আয় কল্যাণ-দীপ জ্বলে,
বিরোধের শেষে তুই শান্তি মা
মৃত্যুশেষে সুধা গো ॥

কমু কমু কমু
কমু কমু বাজে নৃপুর।
তালে তালে দোদুল দোলে
নাচের নেশায় চুর ॥

চঞ্চল বায়ে আঁচল উড়ায়ে
চপল পায়ে, ও কে যায়
নটিনী কল-তটিনীর প্রায়,
চিনি বিদেশিনী চিনি গো তায়,
গুনি ছন্দ তারি এ হিয়া ভরপুর ॥

নাচন শিখালে মধুর মরালে,
মরীচি-মায়া মরতে ছড়ালে,
বন-মৃগের মন হেসে ভুলালে,
ভাগুর আঁখির নাচে সাগর দুলালে;
গিরী-দরী বনে গো

দোল লাগে নাচনের
ভনে তার সুর ॥

সখি লো
পদ্মদীঘির ধারে ঐ
কমল-দীঘির ধারে ।
জল নিতে যাই
সকাল সাঁঝে সই,
সখি,
ছল ক'রে সে মাছ ধরে
আর
চায় সে বারেবারে ॥

আর,
মাছ ধরে সে, বড়শী আমার
বুকে এসে বেঁধে,
ওলো সই বুকে এসে বেঁধে,
চোখের জলে কলসী আমার সই
আমি ভরাই কেঁদে কেঁদে
সই দেখি খত তারে ॥

ছিপ নিয়ে যায় মাছ জলে তা'র
জাকায় না তার পানে,
মন ধরে না - মীন ধরে সে
সখি লো সেই জানে ।

মন-ভিখারি মীন-শিকারী
মুখের পানে চায়,
চোখের পানে চায়,
সখি লো
আমি
সখি,
বড়শী-বেঁধা মাছের মত গো
ছুটিয়া মরি হায় অকূল পাথারে ॥

দিতে এলে ফুল, হে প্রিয়,
কে আজি সমাধিতে মোর ।
এত দিনে কি আমারে
পড়িল মনে মনোচোর ॥

জীবনে যারে চাহনি
ঘুমাইতে দাও তাহারে,
মরণ-পারে ভেঙে না
ভেঙে না তাহার ঘুম-ঘোর ॥

দিতে এসে ফুল কেঁদো না প্রিয়
মোর সমাধি-পাশে,
ঝরিল যে ফুল অনাদরে হায় -
নয়ন-জলে বাঁচিবে না সে ।
সমাধি-পাষাণ নহে গো
তোমার সমান কঠোর ॥

কত আশা সাধ মিশে যায় মাটির সনে,
মুঝুলে ঝরে কত ফুল কীটের দহনে ।
কেন
অ-সময়ে আসিলে,
ফিরে যাও,
মোছ অঁখি-শ্লোর ॥

কে এলে মোর চির-চেনা
অতিথি ধারে সম ।
ফুলের বুকে মধুর মত
পরাগে সুবাস সম ॥

বর্ষা-শেষে চাঁদের মতন
উদয় তোমার নীরব গোপন,
জ্যোৎস্না-ধারায় নিখিল ভুবন
ছাইয়া অনুপম ॥

হৃদয় বলে, চিনি চিনি
আঁখি বলে, দেখিনি তায়,
মন বলে, প্রিয়তম ॥

দোলে নিভি নব রূপের ঢেউ-পাথার
ঘনশ্যাম তোমারি নয়নে ।
আমি হেরি যে নিখিল বিশ্বরূপ -
সম্ভার তোমারি নয়নে ॥

তুমি পলকে ধর নাথ সংসার-বেশ,
হও পলকে করুণা-নিদান পরমেশ,
নাথ ভরা যেন বিষ অমৃতের ভাণ্ডার
তোমার দুই নয়নে ॥

ওগো মহা-শিশু, তব খেলা-ঘরে
এ কি বিরাট সৃষ্টি বিহার করে,
সংসার চক্ষে তুমিই হে নাথ,
সংসার তোমারি নয়নে ॥

তুমি নিমেষে রচি' নব বিশ্বছবি
ফেল নিমেষে মুছিয়া হে মহাকবি,
করে কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড ভুবন-সংসার
তোমারি নয়নে ॥

তুমি ব্যাপক বিশ্ব চরাচরে
জড় জন্তু নারী নরে,
কর কমল-লোচন, তোমার রূপ বিস্তার হে
আমার নয়নে ॥

এলে কি বঁধু ফুল-ভবনে ।
মেলিয়া পাখা নীল গগনে ॥

একা কিশোরী লাজ বিস্মি
তোমারে স্মরি সঙ্গে পনে,
এস গোষ্ঠুলির রাজা লগনে ॥

পাতার আসন শাখায় পাতা,
বালিকা কলির মালিকা গাথা,
দিনু গন্ধ-লিপি ভের পবনে ॥

হে বিধাতা ।

দুঃখ শোক মাঝে তোমারি পরশ রাজে,
কঁদায়ে জননী-প্রায় কোলে কর পুনরায়
শান্তি-দাতা,
হে বিধাতা ॥

ভুলিয়া যাই হে যবে সুখ-দিনে তোমারে
স্মরণ করায় দাও আঘাতের মাঝারে,
দুঃখের মাঝে তাই হে প্রভু তোমারে পাই
দুঃখ-দাতা,
হে বিধাতা ॥

দারা-সুত-পরিজন-রূপে প্রভু অনুধ্বন,
তোমার আমার মাঝে আড়াল করে সৃজন ;
তুমি যবে চাহ মোরে লও হে তাদের হ'রে
ছিড়ে দিয়ে মায়া-ডোরে ক্রোড়ে ধর আপন ।

ভক্ত সে প্রহ্লাদ ডাকে যবে নারায়ণ
নির্মম হয়ে তার পিতারও হর জীবন,
সব যবে ছেড়ে যায় দেখি তব বুকে হায়
আসন পাতা ।
হে বিধাতা ॥

পাষাণের ভাঙলে ঘুম
কে তুমি সোনার ছোঁওয়ায় ।
গলিয়া সুরের তুষার
গীতি-নির্ঝর বয়ে যায় ॥

উদাসীন বিবাহী মন
যাচে আজ বাহুর বাঁধন,
কত জন্মের কাদন
ও-পায়ে লুটাতো চায় ॥

তোমার চরণ-ছন্দে মোর
মুঞ্জরিল গানের মুকুল,
তোমার বেণীর বন্ধে গো
মরিতে চায় সুরের বকুল ।
চমকে ওঠে মোর গগন
ঐ হরিণ-চোখের চাওয়ায় ॥

ব'লো না ব'লো না ওলো সই
আর সে কথা ।
তোমরা চপল-মতি
ফিরে সে যথা তথা ॥

উরু কি লতার কাছে
এসে কত প্রেম যাচে,
তরু বিনা নাহি বাচে
— অসহায় লতা ॥

ভুলিতে যার নাই তুলনা,
সখি তার কথা তুলো না,
প্রাণহীন পাষাণে গড়া
সে যে দেবতা ॥

মরম-কথা গেল সই মরমে ম'রে ।
শরম বারণ যেন কিরুর চরণ ধ'রে ॥

ছল ক'রে কত শত
সে মম রুখিত পথ,
লাজ-ভয়ে পলায়েছি
সে ফিরেছে বাধাহত,
অনাদরে প্রেম-কুসুম গিয়াছে ম'রে ॥

কত যুগ মোর আশে ব'সে ছিল পথ-পাশে,
কত কথা কত গান জ্ঞানিয়েছে ভালোবেসে,
শেষে অভিমানে নিরাশে গিয়াছে স'রে ॥

চল মন আনন্দ-ধাম ।
চল মন আনন্দ-ধাম রে
চল আনন্দ-ধাম ॥

লীলা-বিহার প্রেম-লোক,
রাই রে সেধা দুখ শোক,
বিহরে চির-ব্রজ-বালক
বনশীপুয়লা শ্যাম রে
চল আনন্দ-ধাম ॥

সেধা নাহি মৃত্যু, নাহি ভয়,
নাহি সৃষ্টি, নাহি লয়,
খেলে চির-কিশোর চির-অভয়
সঙ্গীত ওম্ নাম রে
চল আনন্দ-ধাম ॥

এস হৃদি-রাস-মন্দিরে এস
হে রাস-বিহারী কাল।
মম নয়নের পাতে রাষিয়াছি গেঁথে
অশ্রু-মৃৎখীর মালা ॥
আমার কাঁদন-যমুনার নদী
ভাটি-টানে শুধু বাহে নিরবধি,
তাঁর বাঁশরীর তানে বহাও উজ্জানে
ভোলাও বিরহ-জ্বালা ॥
আমি তাজিয়াছি কবে সাজ মান কুল
বহি' কলঙ্ক এসেছি পোকুল,
আমি ভুলিয়াছি ঘর শ্যাম নটবর
কর মোরে ব্রজ-বালা ॥

আমার সকলি হরেছ হরি
এবার আমায় হ'রে নিও।
যদি সব হরিলে নিখিল-হরণ
তবে ঐ চরণে শরণ দিও ॥
আমায় ছিল যারা আড়াল ক'ঙ্গে
হরি তুমি নিলে তাদের হ'রে,
ছিল প্রিয় যারা গেল তারা
হরি এবার তুমিই হও হে প্রিয় ॥

যমুনা-কূলে মধুর মধুর মুরলী সখি বাজিল ।
মাধব নিকুঞ্জ-চারী শ্যাম বুঝি আসে —
কদম্ব তমাল নব পল্লবে সাজিল ॥

ময়ূর তমাল-তলে প্লেথম খোলে,
ব্যাঙ্কুলা গোপ-বালা শুনিয়া সে তান,
যুগ যুগ ধরি' যেন শ্যাম
বাঁশরী বাজায় গো,
বাঁশীতে শ্যাম ঘোরে যাচ্ছিল ॥

কুসুম-সুকুমার শ্যামল তনু
হে ফুল-দেবতা লহ প্রণাম ।
বিটপী লতায় চিকণ পাতায়,
ছিটাও হাসি কিশোর শ্যাম ॥

পূজার থালা এ অর্ঘ্য-ডালা
এনেছি দিতে তোমার পায়,
দেহ গুড বর কুসুম-সুন্দর
হউক নিখিল নয়নাভিরাম ॥

এ বিশ্ব বিপুল কুসুম-দেউল
হউক তোমার ফুল-কিশোর !
মুরলী করে - এস গোলক-বিহারী
হউক ভুলোক আনন্দ-ধাম ॥

কোথায় তুই খুঁজিস্ ভগবান
সে যে রে তোরি মাঝারে রয়,
চেয়ে দেখ্ সে তোরি মাঝারে রয়,
সাজিয়া যোগী ও দরবেশ
খুঁজিস্ যারে পাহাড় জঙ্গলময়
সে যে রে তোরি মাঝে রয় ॥

আঁখি খোল্ ইচ্ছা-অঙ্কের দল
নিজেরে দেখ্ রে আশ্রনাতে,
দেখিবি তোরই এই দেহে
নিরাকার তাঁহার পরিচয় ॥
ভাবিস্ তুই ক্ষুদ্র কলেবর
ইহাতেই অসীম নীলাম্বর,
এ দেহের আধারে গোপন
রহে রে বিশ্ব চরাচর,
প্রাণে তোর প্রাণের ঠাকুর
বেহেশতে স্বর্গে - কোথাও নয় ॥

এই তোর মন্দির মস্জিদ
এই তোর কাশী বৃন্দাবন,
আপনার পানে ফিরে চল্
কোথা তুই তীর্থে যাবি, মন !
এই তোর মক্কা মদিনা,
জগন্নাথ-ক্ষেত্র এই হৃদয় ॥

কৈদে যায় দখিণ হাওয়া
ফিরে ফুল-বনের গলি ।
ফিরে যাও চপল পথিক,
দুলে কয় কুসুম-কলি ॥

ফেলিছে সমীর দীর্ঘ শ্বাস
আসিবে না আর এ মধু-মাস
কহে ফুল, জনম জনম
এমনি গিয়াছ হলি ॥

কঁাদে বায়, রজনী-ভোরে
বাসি ফুল পড়িবি স্বারে,
কহে ফুল, এমনি ক'রে
আমি ফুল-চোরে রে দলি ॥

কঁাদে বায়, নিদাঘ আসে
আমি যাই সুদূর বাসে,
ফুটে ফুল হাসিয়া ভাষে -
প্রিয়তম যেয়ো না চলি ॥

মেরো না

আম্মারে আর নয়ন-বাণে” ।

কি সজ্জা ব্যাধের বাণে”

বনের হরিণই জানে ॥

একে এ পরাণ দহে

মন্দির ও-আঁখির মোহে

চাহনির যাদু মাখা তায় ।

জ্বলিছে আলোয়া-শিখা

নয়ন-জ্বলের মরীচিকা

পিয়াসী পথিক ছোটে হয়

তাহারি টানে ॥

তব

রূপের সাগরে ও-নয়ন

শাপলা সুঁদির ফুল,

ছলিতে গিয়া ডুবিল

শত সে পথিক বেতুল ।

সুন্দর ফণীর শিরে

ও যেন যুগল মণি,

যে গেল সে মণির মায়ায়,

তারে দংশিল অমনি ।

শত সে হৃদয়-নদী

কেঁদে যায় নিরবধি,

সাগর-ডাগর ও-আঁখির পানে ॥

হেঁলে দু'লে নীর ভরণে ও কে যায় ।

ছল ক'রে কলসী নাচায় (কিশোরী) ॥

দূলে দোদুল তনু-সজা^{১০}, বাহ দোলে,

দূলে অঞ্চল চঞ্চল বায় ।

দূলে বেণী, দূলে চাবি আঁচলায় ॥

নাচে জল-ভরণে তটিনী^{১১} রঙ্গে

জলদ দাদরা বাজায় ।

মম পরাণ নৃপুর হ'তে চায় (তার পায়) ॥

বনে মোর কুটেছে হেনা চামেলী
যুঁথী বেলি ।

এস এস কুসুম-সুকুমার

শীতের মায়া-কুহেলি অবহেলি' ॥

পরানে দেয় দোলা দেয় দোলা দেয় দোলা

উতল দবিণা হাওয়া,

কোকিল কুহরে কুহ কুহ স্বরে,

মদির স্বপন-ছাওয়া ।

হাসে গীত-চঞ্চল জোছনা-উজল

মাধবী রাতে,

এস এস যৌবন-সাথী

ফুল-কিশোর, হে চিতচোর, দেবতা মোর !

মম লাজ অবগুষ্ঠন' ঠেলি' ॥

ও দুঃখের বন্ধ রে, ছেড়ে কোথায় গেলি ।

ছেড়ে কোথায় গেলি রে বন্ধ, একলা ঘরে ফেলি ॥

আমায় গঞ্জনা দেয় ঘরে পরে,

আমি ভুলতে তবু নারি তোরে রে,

আমি লবণ দিতে পাল্লা ভাতে হৃদ দিয়ে ফেলি ॥

তোর লাঙল তোর কাঁসে নিয়ে

খুঁজে বেড়াই মাঠে গিরে,

আমি চোখের জলে মাঠ ভেসে যায়

তুই তবু কই এলি ॥

তেল মেখে কি গায়ে তোরা

পিরীতি করিস্ মনোচোরা,

ধরিতে কি না ধরিতে

যাস্ রে গিছলি' ॥

আমি ডুরি-ছেঁড়া ঘুড়ির মতন
চলছি উ'ড়ে গ্রাণ সহ ।
ছুটি উর্ধ্বশ্বাসে ঝড়-বাতাসে
পড়ব কোথায় কেমনে কই ॥

আমার বকের পাঁজুরা গেছে খসে,
সেই ডাঙা বকের বাপু'রা ভ'রে
কুল কাঠেরি আগুন বই ॥

কাঁদিয়ে তোরে ও প্রেয়সী,
তোরও চেয়ে কাঁদছি বেশী,
আমার পাকা ধানের ক্ষেতে আমি
আপন হাতে দিলাম মই ॥

আমি তোমার কাঁদনের গাঙের তীরে
নৌকা বেয়ে আসব ফিরে,
তুই ভেজে রাখিস দুখের তাতে
মন-আঁখিতে প্রেমের খই ॥

পুরুষ ॥ তুমি ফুল আমি সুতো গাঁথিব মালা ।
স্ত্রী ॥ তাহে মোরেই সহিতে হবে সূচীর জ্বালা ॥

পু ॥ দুলিবে গলে মোর বকের পরে,
স্ত্রী ॥ ফেলে দিবে বাসি হলে নিশি-তোরে,
আমি বন-কুসুম ঝরি বনে নিরালা ॥

পু ॥ তব কুঞ্জ-গলি
আসে দখিণ হাওয়া,
আসে চপল অলি ।
স্ত্রী ॥ তারা রূপ-পিয়াসী
তারা ছিড়ে না কলি ।
তারা বনের বাহিরে মোরে নেবে না কালা ॥

পু ॥ তবে চলিয়া যাই আমি নিরাশা লয়ে,
স্ত্রী ॥ না, না, থাক বৃকে শিশির হয়ে,
তব প্রেমে করিব আমি বন উজালা ॥

পুরুষ ॥ মন নিয়ে আমি লুকেচুরি-খেলা খেলি প্রিয়ে ।
স্ত্রী ॥ ধরিতে পারি না পেতে তাই প্রেম-ফাঁদ
আমি মেঘ ভূমি চাঁদ, ফের গো কঁাদিয়ে ॥

পু ॥ মন্দ বায় আমি পক্ষ লুটি শুধু
চাইনে আমি সে মধু,
স্ত্রী ॥ চাইনে চাইনে, বঁধু^{৩০} !
তাহে নাই সুখ নাই,
আমি পরশ যে চাই ।
পু ॥ স্বপন-কুমার ফিরি যে আমি
মন ভুলিয়ে ॥

উভয়ে ॥ চল তবে যাই মোরা স্বপ্নের দেশে
জোছনায় ভেসে
শন্দন-পারিজাত ফুল ফুটিয়ে ॥

উভয়ে ॥ / ভালোবাসায় বাঁধব বাসা
আমরা দু'টি^{৩১} মাণিক-জোড় ।
থাকব বাঁধা পাখায় পাখায়
মাঝামাঝি প্রেম-বিভোর ॥ /

পু ॥ আমার বুকে যত মধু
স্ত্রী ॥ আমার বুকে ঢালবে বঁধু^{৩২} !
পু ॥ আমি কঁাদব যখন দুখে
স্ত্রী ॥ আমি মুছাব সে নয়ন-লোর ॥

পু ॥ আমি যদি কভু মনের ভুলে,
তোমায় প্রিয়া থাকি ভুলে,
স্ত্রী ॥ আমি রইব তাতেই
ফুলের মালায় লুকিয়ে
যেমন থাকে ডোর ॥

মোর মন ছুটে যায় দ্বাপর যুগে
দূর দ্বারকায় বৃন্দাবনে ।
মোর মন হ'তে চায় ব্রজের রাখাল
খেলেতে রাখাল-রাজার সনে ॥

রূপ ধরে না বিশ্বে যাহার
দেখতে যায় সাধ কিশোর-রূপ তার,
কেমন মানায় নরের রূপে
অনন্ত সেই নারায়ণে ॥

সাজত কেমন শিশী-পাখা
বাজত কেমন নুপুর পায়ে,
ধির কেমন থাকত ধরা
নাচত যখন তমাল-ছায়ে ।
মা যশোদা বান্ধত যখন
কাদত ভগবান কেমনে ॥

রাজ্যত সে বেণু যখন
উঠত না কি বিশ্ব কেঁপে,
ছড়িয়ে যেত সে সুর কোথায়
আকাশ গ্রহ তারা ছেপে ।
রাধার সনে ছুটত না কি
পাগল নিখিল বাঁশীর সনে ॥

তা'রে সাজত কেমন বন-মালায়
বিশ্ব যাহার অর্ঘ্য সাজায় ;
যোগী-ঋষি পায় না ধ্যানে
গোপ-বালা কেমনে পায় ।
তেমনি ক'রে কালার প্রেমে
সব খোয়াব এই জীবনে ॥

চিরদিন কাহারো
আজিকে যে রাজাধিরাজ
সমান নাহি যায় ।
কা'ল সে ভিক্ষা চায় ॥

অবতার শ্রীরাম
তারো হ'ল বনবাস
আতনেও পুড়িল না
যে জ্ঞানকীর পতি
রাবণ-করে দুর্গতি ।
ললাটের লেখা হয় ॥

স্বামী পঞ্চ পাণ্ডব,
দুঃশাসন করে তবু
পুত্র তার হ'ল হত
সখা কৃষ্ণ ভগবান,
দ্রৌপদীর অপমান ।
যদুপতি যার সহায় ॥

মহারাজ শ্রীহরিচন্দ্র
শাসন-রক্ষী হয়ে
বিস্ম-বুকে চরণ-চিহ্ন,
রাজ্যদান ক'রে শেষ
লভিল চণ্ডাল বেশ ।
ললাট-লেখা কে খণ্ডায় ॥

দেখে যা তোরা নদীয়ায় ।
গোরার রূপে এল ব্রহ্মের শ্যামরায় ॥

মুখে হরি হরি ব'লে
হে'লে দু'লে নেচে চলে,
নরনারী প্রেমে গ'লে
চ'লে পড়ে রাঙা পায় ॥

ব্রজে মূপুর পরি' নাচিত এমনি হরি,
কুল ভূগিয়া সবে ছুটিত, এমনি করি' ।
শচী মাতার রূপে কাদে যা যশোদা,
বিষ্ণুপ্রিয়া চোখে কাদে কিশোরী রাধা ।
নাহে নিমাই নিতাই, ও যে কানাই বলাই,
শ্রীনাথ-সুদান এলো জগাই-মাধাই এ হায় ॥

অসি নাই বাঁশী নাই, এবার শূন্য হাতে
এসেছে ভুবন ভূলাতে ।
লীলা-পাণল এল প্রেমে মাতাতে,
ভুবু ভুবু নদীয়া, বিশ্ব ভাসিয়া যায় ॥

কালো এত ভাল কি হে কদম্ব গাছের তলা ।
আমি দেখছি কত দেখব কত তোমার ছলাকলা ॥

আমি জল নিতে খাই যমুনাতে
তুমি বাজাও বাঁশী হে,
মনের ভুলে কলস ফেলে
তোমার কাছে আসি হে,
শ্যাম দিন-দুপুরে গোকুলপুরে দায় হ'ল যে চলা ॥

আমার চারিদিকেতে নন্দ সন্তান দু'কূল রাখা ভার,
আমি সহিব কত আর,
ওরা লুকিয়ে হাসে দেখে মোদের
গোপন লীলার ছলা ॥

জবাকুসুম-সঙ্কাপ

ঐ উদার অরুণোদয় ।

অপগত তমোভয়

জয় হে জ্যোতির্ময় ॥

জননীর সম স্নেহ-নজল

নীল গাঢ় গগন-তল,

সুপেয় বারি প্রসূন^{২৭} ফল

তব দান অক্ষয় ।

অপহৃত সংশয়

জয় হে জ্যোতির্ময় ॥

মাধব বংশীধারী বনওয়ারী গোষ্ঠ-চারী

গোবিন্দ কৃষ্ণ মুরারি ।

গোবিন্দ কৃষ্ণ মুরারি হে,

পাপ-তাপ-দুঃখ-হারী ॥

কালরূপ কভু দৈত্য-নিধনে,

চিকণ কালা কভু বিহর বনে,

বাজাও বেণু, খেল খেনু সনে,

বামে রাধা-প্যারী,

গোপ-নারী-মনোহারি,

নিকুঞ্জ-লীলা-বিহারী ॥

কুরুক্ষেত্র-রণে পাণ্ডব-মিতা,

কণ্ঠে অভয় বাণী ভগবদ্-গীতা,

হে পূর্ণ ভগবান পরম পিতা,

শঙ্খ-চক্র-গদাধারী,

পাপ-ভারী, কাণ্ডারী

ত্রিভুবন সৃজনকারী ॥

আমার কালো মেয়ের পায়ের তলায়
দেখে যা আলোর ন্যচন ।
মায়ের রূপ দেখে দেয় দুঃ পেতে শিব
যার হাতে মরণ বাঁচন ॥

আমার কালো মেয়ের আঁধার কোলে
শিশু রবি শশী দোলে,
মায়ের একটুখানি রূপের ঝলক,
ঐ সিঁদুরি বিরাট নীল-গুগুন ॥
পাগলী মেয়ে এলোকেশী
নিশীথিনীর দুলিয়ে কেশ
নেচে বেড়ায় দিনের চিত্তয়ে
দীপার রে তার নাইকো শেষ ।

সিঁদুরে ঐ বিন্দুখানিক
ঠিকরে পড়ে রূপের মানিক,
বিশ্বে মায়ের রূপ ধরে না
মা আমার তাই দিগ্-বসন ॥

শ্যামা তুই বেদেনীর মেয়ে
(ভাই) মাঠে ঘাটে বেড়াস খেয়ে ।
তুই কোন্ দুখে এই ভেক নিলি মা
থাধাতে নিখিল ছেলে-মেয়ে ॥

হেম কৈলাসে তোর আঙন জ্বালি'
গৌরী মেয়ে সাজলি কালি,
তুই অন্তর্পুরা নাম ভুলিলি
ভূতনাথের সঙ্গ পেয়ে ॥

ডুগডুগি ঐ বাজায় মহেশ
ক্ষ্যাপা বেটা গাঁজা খেয়ে,
তাই দেখে তুই চণ্ডী সেজে
স্বপ্নে গেলি হাবা মেয়ে ॥

রাজার মেয়ের এ কি খেয়াল
মেরে বেড়াস অসুর-শেয়াল,
তুই দানব ধরে বান্দর নাচাস
কাজ নাই তোর খেয়ে-দেয়ে ॥

জয় বাণী বিদ্যাদায়িনী ।
জয় বিশ্ব-লোক-বিস্তারিণী ॥

সৃজন-আদিম তমঃ অপসারি'
সহস্র দল কিরণ বিথারি'
আসিলে মা তুমি গগন বিদারি'
মানস-মরাল-বাহিনী ॥

ভারতে ভারতী মুক তুমি আজি
বীণাতে উঠিছে ক্রন্দন বাজি'
হিন্দু-চরণ শতদলরাজি
কহিছে বিষাদ-কাহিনী ॥

উঠ মা আবার কমলাসীনা
করে ধর পুনঃ সে রুদ্র বীণা,
নব সুর তানে বাণী দীনাহীনা
জাগাও অমৃত-ভাষিণী ॥

রোদনে তোর বোধন বাজে
আয় মা শ্যামা জগন্ময়ী ।
আমরা যে তোর মানব-ছেলে
আমরা ত মা দানব নই ॥

তোর মাথায় গেছে রক্ত চড়ে'
তাই পা রেখেছিস শিবের 'পরে,
স্বামীকে তুই মা চিন্তে নারিস্
চিন্তিবি ছেলের কেমনে কই ॥

তোর বাবা যেমন অটল পাষণ,
তেমনি অটল তোরও কি প্রাণ !
তুই সব খেয়েছিস সকল-খাদ্য,
এবার শুধু ভিক্ষা মাগি —
তোর আপন ছেলের মাথা খা তুই
মোরাও দুঃখ-মুক্ত হই ॥

তুমি দুখের বেশে এলে ব'লে ভয় করি কি হরি ।
দাও ব্যথা যতই, তোমায় ততই নিবিড় ক'রে ধরি
আমি ভয় করি কি হরি ॥

আমি শূন্য ক'রে তোমার তুলি
দুঃখ নেব বন্ধে তুলি',
আমি করব দুখের অবসান আজ
সকল দুঃখ বরি' ।
আমি ভয় করি কি হরি ॥

তুমি তুলে দিয়ে সুখের দেয়াল
ছিলে আমার প্রাণের আড়াল,
আজ আড়াল ভেঙে দাঁড়ালে মোর
সকল শূন্য ভরি' ।
আমি ভয় করি কি হরি ॥

ওহে রাখাল-রাজ! কি সাজে
সাজালে আমার আজ ।
আমার ঘরের ভূষণ কেড়ে নিয়ে
দিলে চির-পথিক সাজ ॥

তোমার পায়ের নূপুর আমার দিয়ে
ঘোরাও পথে ঘাটে নিয়ে
বেড়াই বাউল একতারা বাজিয়ে হে,
তোমার ভুবন-নাটে নেচে বেড়াই
ভুলে সরম ডরম লাজ ॥

তোমার নিত্য খেলার নৃত্য-সার্থী
আনন্দেরি গোষ্ঠে হে,
জীবন মরণ আমার সহজ
চরণ-তলে লোটে হে !

আমার হাতে দিলে সর্বনাশী
যর তুলানো তোমার বাঁশী
কাজ ভুলাতে যখন তখন আসি হে,
আমার আপন ভবন কেড়ে, দিলে
ছেড়ে বিশ্ব ভুবন মাঝে ॥

ধ্যান ধরি কিসে হে গুরু
তুমি যোগ শিখাইতে এলে ।
কানন-পথে শ্যাম যে প্রেম-বাণী
মধুকর-করে পাঠালে,
হে গুরু, কি যোগ আমি শিখিব তা ফেলে ।
তুমি যোগ শিখাইতে এলে ॥

আর লুকাবি কোথায় মা কালি ।
আমার বিশ্ব-ভুবন আঁধার ক'রে
ভোর রূপে মা সব ভুবালি ॥
আমার সুখের গৃহ শাশান ক'রে
বেড়াস্ মা তায় আগুন জ্বালি',
আমায় দুঃখ দেওয়ার ছলে মা তোর
ভুবন-ভরা রূপ দেখালি ॥
আমি পূজা ক'রে পাইনি তোরে
এবার চোখের জলে এলি,
আমার বুকের ব্যথায় আসন পাতা
ব'স্ মা সেথা দুঃ-দুলালী ॥

আমি ভাই ফ্যাপা বাউল, আমার দেউল
আমারি এই আপন দেহ ।
আমার এ প্রাণের ঠাকুর নহে সুদূর
অন্তরে মন্দির-গেহ ॥

সে থাকে সকল সুখে সকল দুখে
আমার বুকে অহরহ,
কভু তায় প্রণাম করি বক্ষে ধরি
কভু তারে বিলাই মেহ ॥

ভুলায়নি আমারি কুল,
ভুলেছে নিজেও সে কুল,
ভুলে বৃন্দাবন গোকুল
(তার) মোর সাথে মিলন বিরহ ॥

সে আমার ভিক্ষা-ঝুলি কাঁধে তুলি
চলে ধূলি-মলিন পথে,
নাচে গায় আমার সাথে একতারাতে
কেউ বোঝে, বোঝে না কেহ ॥

গুমা ফিরে এলে কানাই মোদের
এবার ছেড়ে দিস্নে তায় ।
তোর সাথে সব রাখাল মিলে
বাঁধব সে নদী-চোরায় ॥

তারে তুই যখন হা রাখতিস বেঁধে,
ছাড়িয়েছি কেঁদে কেঁদে,
তখন জান্ত কে, যে, খুললে বাঁধন
পালিয়ে যাবে মধুরায় ॥

এবার আমরা এসে ডাকলে শ্যামে
গোষ্ঠে যেতে দিস্নে তায় ।
ঐ পথে অকুর মুনির^১ সাথে
পালিয়ে যাবে শ্যামরায় ॥

মোরা কেউ যাব না বনে মা আর
খেঁলব তোর এই আঙ্গিনায়,
শুধু খেলব লুকোচুরি লো
আগুলাতে চোরের রাজ্যায় ॥

পথে পথে কে বাজিয়ে চলে বাঁশী :
হ'ল বিশ্ব-রাধা ঐ সুরে উদাসী ॥

ত'নে ঐ রাখালের বেণু
ছুটে আসে আলোক-ধেনু,
ঐ নীল গগনে রাজা মেঘে
ওড়ে গৌশুর-রেণু,
আসে শ্যাম-শিয়ালী গোপ-শিয়ালী
গ্রহ-তারার রাশি ॥

সেই বাঁশীর অনেষণে
যত মন-বধু ধায় বনে,
তাদের প্রেম-যমুনায় বান ভেকে যায়
কুল খোয়ায় গোপনে ।
তারা রাস-দেউলে রসের
বাউল আনন্দ-ব্রজবাসী ॥

ও মন চল অকুল পানে
মাতি হরিপ্রেম-গুণগানে ।
নদী যেমন ধায় অকূলে
কূল যত ভায় টানে ॥

ভুই কোন পাহাড়ে ঠেকলি এসে
কোন পাথরের জল,
হরির প্রেমে গেলে এবার
সেই অসীমে চল,
ভুই স্রোতের বেগে দুর্লবি রে
কূল বাধা যদি হানে ॥

কুল কুলকুল হরিগুণ-গান
গাইবি অবিরল,
আর দুই কূলে প্রেম-ফুল ফুটায়
করুবি রে শ্যামল,
যত তাপিত প্রাণ হবে শীতল
তোর জলে সিন্যানে ॥

এ পারের সব যাত্রী যাবে
তোর বুকে ওপারে,
তোর কূলে শ্যাম বাজিয়ে বাঁশী
আসবে অভিসারে,
ভুই শ্যামের ছবি ধরুবি বুকে
মাভুবি প্রেম-ভুফানে ॥

এস মুরলীধারী বন্দাবন-চারী
গোপাল গিরিধারী শ্যাম ।

তেমনি যমুনা বিগলিত-করণা,
কুলু কুলু কুলু স্বরে ডাকে অবিরাম ॥

কোথায় গোকুল-বিহারী শ্রীকৃষ্ণ
চাহিয়া পথ-পানে ধরণী সতৃষ্ণ,
ডাকে মা যশোদায় নীলমণি
আয় আয় ডেকে যায় নন্দ শ্রীদাম ॥

ডাকে প্রেম-সাধিকা আজো শত রাধিকা
গোপ-কোঙারি,
এস নওজ-কিশোর কুল-লাজ-মান-চোর
ব্রজ-বিহারী !
পরি' সেই পীতধরা, সেই বাঁকা শিখী-চূড়া
রাজায়ে বৈণু,
আরবার এস গোষ্ঠে, খেল সেই ছায়া-বটে,
চরাও ধেনু ।

কদম্ব তমাল-ছায়ে এস নৃপুণ পায়
ধলিত বঙ্কিম ঠাম ॥

নৃপুণ মধুর রুণরুণ বোলে
মন-গোকুলে রুণরুণ বোলে ॥

কূলের বাঁধন টুটে
যমুনা উধলি উঠে,
পুলকে কদম ফুটে,
পেখম খোলে
শিখী পেখম খোলে ॥

ব্রজনারী কুল ভুলে
লুটায় সে পদ-মূলে,
চোখে জল বুকে
প্রেম-তরঙ্গ দোলে ॥

শ্রীমতী রাধার সাথে
বিশ্ব ছুটিছে পথে,
হরি হরি ব'লে মাতে
তিভুবন ভোলে ॥

হে গোবিন্দ, ও অরবিন্দ চরণে-শরণ দাও হে।
বিফল জনম কাটিল কাঁদিয়া, শান্তি নাহি কোথাও হে ॥

জীবন-প্রভাত কাটিল খেলায়,
দুপুর ফুরাল মোহের মেলায়,
ডাকিব যে নাথ সন্ধ্যা-বেলায়
ডাকিতে পারিনি তাও হে ॥

এসেছি দুঃখ-জীর্ণ পথিক মৃত্যু-গহন রাস্তে
কিছু নাই প্রভু সম্বল, শুধু জল আছে আঁখি-পাতে ;
সন্তান তব বিপদগামী
ফিরিয়া এসেছে হে জীবন-স্বামী,
পাপী তাপী তব সন্তান আমি
ধুলা মুছে কোলে নাও হে ॥

ফিরে আয় ভাই গোষ্ঠে কানাই
আর কতকাল র'বি মথুরায়।
তোর শ্যামলী ধবলী কাঁদে তৃণ ফেলি,
বারে বারে পথে ফিরে চায় ॥

রাখাল-সাথীরে ফেলি' কোথা আজ
রাজ্য পেয়েছ, হে রাখাল-রাজ !
তোর ফেলে-যাওয়া বাঁশী নিয়ে যারে আসি'
আঁখি-জলে ডাসি দেখে ভায় ॥

তুই শিখী-পাখা ফেলে মুকুট মাথায়
দিয়েছিস্ নাকি, শুনে হাসি পায়।
তুই পীত-ধড়া ছেড়ে রাজ-বেশে ভাই
সেজেছিস্ নাকি, মোদের কানাই !
তুই অসি ফেলে নেচে আয় হেলে দুলে,
নৃপুর পরিয়া রাজ্য পায়।

ফিরে আয় ননী-চোর ব্রজের কিশোর
মা ব'লে ডাক যশোদায় ॥

সুন্দর বেশে মৃত্যু আমার
আসিলে কি এতদিনে ?
বাজালে দুপুরে বিদায়-পূরবী*
আমার জীবন-বীণে ।
ভয় নাই রানী, রেখে গেনু শুধু
চোখের জলের লেখা,
রাতের এ লেখা শুকাবে প্রভাতে,
চলে যাব আমি একা !
* * *
দিনের আলোকে ভুলিও তোমার রাতের দুঃস্বপন,
উর্ধ্বে তোমার প্রহরী দেবতা,
মধ্যে দাঁড়িয়ে তুমি ব্যথাহতা,
পায়ের তলার দৈত্যের কথা ভুলিতে কতক্ষণ ?

রাখ রাখ রাজা পায়
হে শ্যামরায় !
ভুলে গৃহ স্বজন সবই সঁপেছি তোমায় ॥

সংসার মরু ঘোর, নাহি তরু ছায়া,
নব নীরদ শ্যাম আনো মেঘ-মায়া,
আনন্দ-নীপবনে নন্দ-দুলাল এস
বহাও উজান হরি অশ্রুর যমুনায়ে ॥

একা জীবন মোর গহন বন ঘোর
এস এ বনে বলমালী গোপ-কিশোর,
কুঞ্জ রচেছি দুখ-শোক-ভ্রমাল-ছায় ।
প্রেম-প্রীতির গোপী-চন্দন ওকায়ে যায় ॥

দারা সূত প্রিয়জন, হরি হে নাহি চাই,
পদ্ম-পলাশ-আঁখি যদি দেখিতে পাই ।
রাখাল-রাজা এস, এস হে হৃদিকেশ,
গোকুলে লহ ডাকি' অকূলে ভাসি, হায় ॥

মোরে সেইরূপে দেখা দাও হে হরি ।
তুমি ব্রজের বালায়ে রাই কিণোরীয়ে
ভুলাইলে যেই রূপ ধরি' ॥

হরি বাজায়ো বাঁশরী সেই সাথে,
যে বাঁশী অনিয়া ধেনু গোষ্ঠে যেত
উজ্জান বহিত যমুনাতে ।
যে নৃপুর শুনে ময়ূর নাচিত
এস হে সেই নৃপুর পরি' ॥

নন্দ-যশোদা কোলে গোপাল
যে রূপে খেলিতে, ক্ষীর ননী খেতে,
এস সেই রূপে ব্রজ-দুলাল ।
যে গীত-বসনে কদম-ভলায় নাচিতে
এস সে বাস পরি' ॥

কংসে বধিলে যে রূপে শ্যাম
কুরুক্ষেত্রে হইলে সারথি
এস সেইরূপে এ ধরাধাম ।
যে রূপে গাহিলে গীতা নারায়ণ,
এস সে বিরাট রূপ ধরি' ॥

হৃদয়-সরসী দুলালে পরশি' গত নিশি ।
নিশি-শেষে চাঁদ - পূর্ণিমা চাঁদ -
গেলে যিশি',
গত নিশি ॥

নয়ন মুদি' কুমুদী ঐ -
কাদে প্রিয় কই,
পিউ কাহাঁ, পিউ কাহাঁ, পিউ কাহাঁ,
দশ দিশি ।
গত নিশি ॥

রাখ এ মিনতি ত্রিভুবন-পতি
 তব পদে মতি (রাখ) ।
 আঁখির আগে যেন সদা জাগে
 তব ধ্রুব জ্যোতি ॥

সংসার মরু-মাঝে তুমি মেঘ-মায়া,
 বিষাদ-শোক-তাপে তুমি তরু-ছায়া,
 দানব-দাতা তুমি দুঃখ-ব্রাতা
 অগতির গতি ॥

দোলে কালো নিশার কোলে
 আলো-উষসী,
 তিমির-ভলে তব তিলক জ্বলে
 ঐ পূর্ণ শশী ।
 ঝঞ্ঝার মাঝে তব বিঘাণ বাজে,
 সহসা চলি' পড়' বনে ফুল-সাজে,
 কোমলে কঠোরে হে প্রভু বিরাজে
 (তব) মহিমা শক্তি ॥

প্রণমি তোমায় বন-দেবতা ।
 শাখে শাখে গুনি তব ফুল-বারতা ॥

তোমার ময়ূর তোমার হরিণ
 লীলা-সাথী রয় নিশিদিন,
 বিলায় ছায়া বাণী-বিহীন
 তরু ও লতা ॥

All kinds of pdf Download:

MyMahbub.Com